র‍্যাপ-চার

জুলাই অভ্যুত্থানের
র‍্যাপসঙ্গীত

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

র‍্যাপ-চার

জুলাই অভ্যুত্থানের
র‍্যাপসঙ্গীত

সম্পাদনা
মিজানুর রহমান নাসিম

সম্পাদনা সহযোগী
এস. এম. জামিল বখতিয়ার

র‍্যাপ-চার
জুলাই অভ্যুত্থানের র‍্যাপসঙ্গীত
সম্পাদনা : মিজানুর রহমান নাসিম, এস. এম. জামিল বখতিয়ার
গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৫ গ্রন্থিক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০২৫; মাঘ ১৪৩১
প্রকাশক
গ্রন্থিক প্রকাশন
১১০ আলিজা টাওয়ার (৪র্থ তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন
+৮৮ ০১৫৮১ ১০০ ০০১, ০১৬৭৬ ৩১৩ ৯৫৭
প্রচ্ছদ
সব্যসাচী কারিগার
অনলাইনে পেতে
www.gronthik.com
ISBN
978-984-99765-9-2
RAP-CHAR
By: Mizanur Rahman Nasim, S. M. Jamil Boktiar
Publisher: Gronthik Prokashon
Price : 550 ৳ or 650 ₹
E-mail : pandulipi@gronthik.com
[No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced in any form without the written consent of the copyright holder and publisher.
Printed & Bound in the People's Republic of Bangladesh.]

উৎসর্গ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সকল শহিদের স্মরণে...

সূচি

ভূমিকা ৯

পর্ব—এক (র‍্যাপ : দ্রোহের ভাষা) □ ১৩-৫৮

বাংলা র‍্যাপ : জুলাইয়ের নতুন প্রতিবাদের ভাষা — মোস্তফা মুশফিক ১৫

র‍্যাপের ছত্রে ছত্রে, ছন্দে ছন্দে বিদ্রোহ!!! — জামাল আবেদীন ভাস্কর ৩১

দেশি হিপ-হপ সংস্কৃতিতে র‍্যাপের ফিরে আসা — আহমেদ শামীম ৩৯

র‍্যাপ বনাম হিপ-হপ — মিলু আমান ৪৫

আমার প্রতিবাদের ভাষা :
প্রসঙ্গ জুলাই অভ্যুত্থানের গান — নাঈম উল হাসান ৪৯

জালালি সেটের ধৃষ্টতার জমিনে — মানস চৌধুরী ৫৫

পর্ব—দুই (র‍্যাপারদের সঙ্গে আলাপচারিতা) □ ৫৯-১৯৮

Tabib Mahmud ৬১

RESTIVE ৬৯

G State Mob ৭৭

Gold Cube ৮৯

U Check29 ১০৩

BerLin ১১৩

AS OMIX ১২১

Mc Mugz ১২৯

Critical Mahmood ১৩৯

RAAFKY ১৫৩

Black Zang ১৬১

Tanz Production ১৬৯
EliN ১৭৭
TOXORD and Rmcez ১৮৫
Skibkhan ১৯১
পর্ব—তিন (ভার্স : জুলাই র‍্যাপ-চার) □ ১৯৯-২৪০
কোটা সাম্যের পৃথিবীর কুসংস্কার ২০১
কথা ক ২০৩
দেশ সংস্কার ২০৬
আওয়াজ উডা ২০৯
অধিকার ২১২
এইডা আমার বাংলাদেশ? ২১৪
রক্ত ২১৭
বাংলা ব্লকেড ২২০
হিসাব দে ২২২
আবু সাঈদ ২২৫
চব্বিশের গেরিলা ২২৭
সুবিচার চাই ২৩৪
ধ্বংস ২৩৬

ভূমিকা

বাংলাদেশে র‍্যাপ মিউজিকের প্রচলন একুশ শতকের প্রথম দশক হলেও জনপ্রিয় এই ধারার গানের উৎপত্তির ইতিহাস বেশ পুরোনো। র‍্যাপ মিউজিককে হিপ-হপ মিউজিকও বলা হয়। একটি বিশেষ শ্রেণির মিউজিক ও সাংস্কৃতিক ঘরানা হিসেবে হিপ-হপের জন্ম। বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে ও সত্তরের দশকের শুরুতে নিউইয়র্কের সাউথব্রোনস্ক এলাকায় হিপ-হপ বা র‍্যাপ মিউজিক আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই সঙ্গীত মূলত আফ্রিকান-আমেরিকান, আফ্রো-লেটিন ও আফ্রো-কেরিবিয়ান সঙ্গীতের নির্যাসকে ধারণ করে। মূলত এর জনপ্রিয়তা তরুণদের মধ্যে। রাষ্ট্রযন্ত্রের জবরদস্তি-নিষ্পেষণ-বৈষম্য ও সামাজিক অসন্তোষ র‍্যাপ গানের মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দ্রোহপ্রকাশেও র‍্যাপ গান এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। হিপ-হপ মিউজিক আফ্রিকান বামবাতা ও ইউনিভার্সাল জুলু জাতির নেতৃত্বে মাদক ও ভায়োলেন্স বিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে ব্ল্যাক কমিউনিটির পরিবেশনার মাধ্যমেই র‍্যাপ সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমান্বয়ে সঙ্গীতের এই ধারা হিপ-হপ কালচারের একটি ধারা সৃষ্টি করে যাতে চারটি মূল উপাদান যুক্ত থাকে: ১. র‍্যাপিং ২. টার্নটেবিল স্ক্রেচিং (মঞ্চে জোর দিয়ে ঘোরা) ৩. ব্রেকড্যান্সিং ও ৪. গ্রাফিতি আঁকা ও লেখা। অর্থের জোগান ও গ্রহণযোগ্যতার অভাবের জন্য ১৯৭৯ সালের আগে হিপ-হপ মিউজিক রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচারের জন্য অফিশিয়ালি রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি।

র‍্যাপিং হচ্ছে মূলত অনুভূতি প্রকাশের জন্য কণ্ঠের একটি বিশেষ শৈল্পিক প্রকাশ যাতে ছন্দ, ছন্দময় কথা এবং রাস্তার আঞ্চলিক ভাষা থাকে। এটা সাধারণভাবে তীব্র ছন্দময় ভাষা ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। কবিতার সঙ্গে এখানেই র‍্যাপ গানের পার্থক্য। আধুনিক র‍্যাপ মিউজিকের অগ্রদূত হচ্ছে ব্লুজ ও জাজ স্টাইলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত পশ্চিম আফ্রিকান গ্রিওট ঐতিহ্য। র‍্যাপ গান বিস্তৃত হিপ-হপ কালচারের একটি অংশ

হিসেবে বিকশিত হয়েছে। তবে হিপ-হপ মিউজিক টার্মটি র‍্যাপ মিউজিকের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে উচ্চবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত শহুরে শিক্ষিত তরুণদের বাইরে র‍্যাপের চর্চা ও আবেদন ছিলো না বললেই চলে। প্রসার এত ক্ষুদ্র যে তা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সেই অর্থে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে বাণিজ্যিক সফলতা আসেনি, হয়ত সে চিন্তাও র‍্যাপারদের মধ্যে ছিল না। একটি নির্দিষ্টি উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর তরুণ-যুবকদের বিনোদন হিসেবেই র‍্যাপ আত্মপ্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৯৩ সালে আশরাফ বাবু, পার্থ বড়ুয়া আর আজম বাবু এই তিনজন *ত্রিরত্নের ক্ষ্যাপা* নামের একটি অ্যালবাম করেছিল যা তুলনামূলকভাবে শহুরে তরুণ-যুবকদের আকৃষ্ট করে। তাদের অ্যালবামটি বাংলা র‍্যাপের প্রথম অ্যালবাম। ২০০০ সালের পরে, সঙ্গীতের এই নতুন ধারা বাংলাদেশের তরুণ সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে শহুরে যুবকেরা র‍্যাপের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ এবং সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করতে শুরু করে। ২০০৪ সালে গঠিত হয় স্টোইক ব্লিস নামক হিপ-হপ ক্রু, যারা বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার সমন্বয়ে একটি নতুন ফিউশন র‍্যাপ শৈলী সৃষ্টি করে। এই দলটি প্রথমে ব্লগের মাধ্যমে তাদের গান ছড়িয়ে দেয়। পরে বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুরু হলে গানটি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। স্টোইক ব্লিস ২০০৬ সালে তাদের প্রথম অ্যালবাম *Light Years Ahead* প্রকাশ করে। প্রকাশের পরপরই অ্যালবামটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই অ্যালবামের মাধ্যমেই বাংলা র‍্যাপ মূলধারার সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

একুশ শতকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের একটি অন্যতম ভাষা হয়ে ওঠে বাংলা র‍্যাপ। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন থেকে শুরু করে ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে র‍্যাপ একটি প্রতিবাদী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে চিত্রিত হয়েছে দেশীয় রাজনৈতিক অবস্থা, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি এবং তরুণদের ক্ষোভের প্রতিফলন। বিশেষভাবে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলনের মধ্যে এই র‍্যাপ সঙ্গীত এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে। র‍্যাপ গানগুলোতে একদিকে যেমন আন্দোলনের প্রতিবাদী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে র‍্যাপারদের কণ্ঠে উচ্চারিত অকুতোভয় প্রতিবাদের ভাষা, বলিষ্ঠ সুরেলা আওয়াজ লাখো মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে। দুঃশাসনের লৌহকবাট ভাঙতে সাহস জুগিয়েছে। আন্দোলনকারী জনতা

মুক্তির লক্ষ্যমুখে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে। র‍্যাপাররা শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, হুমকি-নির্যাতন, জেল-জুলুমের ভয়কে উপেক্ষা করেই মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। এককথায় জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের র‍্যাপ গায়কদের অবদান ছিল শ্রদ্ধা করার মতো। ফলে আমরা বাংলাদেশের র‍্যাপসঙ্গীতের ওইসব দামাল গায়কদের ঐতিহাসিক অবদানকে দেশবাসীর সামনে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। সেই প্রচেষ্টার ফলাফল এই বইটি।

জুলাই অভ্যুত্থানের পটভূমিতে বাংলাদেশের র‍্যাপসঙ্গীত নিয়ে প্রকাশিত প্রথম বই *র‍্যাপ-চার*। বইটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে থাকছে র‍্যাপ সঙ্গীতের বিবর্তন, ভঙ্গিমা ও সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে পর্যালোচনা। দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকজন র‍্যাপগায়কের সাক্ষাৎকার। এবং সবশেষে তৃতীয় পর্বে রয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের নির্বাচিত কিছু র‍্যাপসঙ্গীতের লিরিক্স। সময় স্বল্প ছিল বলে কিছু অস্পূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে সেই সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দূর করা হবে।

বাংলা র‍্যাপসঙ্গীত এগিয়ে যাক, র‍্যাপ গণমানুষের প্রতিবাদ-দ্রোহের কণ্ঠ ধারণ করুক বলিষ্ঠ নিনাদে।

মিজানুর রহমান নাসিম
৬/৫ এ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পর্ব—এক

র‍্যাপ : দ্রোহের ভাষা

বাংলা র‍্যাপ : জুলাইয়ের নতুন প্রতিবাদের ভাষা

মোস্তফা মুশফিক

র‍্যাপের উৎপত্তি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

হালের জনপ্রিয় র‍্যাপ গানের জন্ম ১৯৭০-এর দশকের নিউইয়র্ক শহরের ব্রংক্স এলাকায়, যেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান ও লাতিনো সম্প্রদায়ের বসবাস। '৭০ এর ব্রংক্স ছিল দারিদ্র্য, বর্ণবাদ, ও পুলিশি নিপীড়নের নিত্যসঙ্গী। সেসময় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নিউইয়র্ক শহর দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, যার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ও রাস্তা মেরামতের মতো মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলো চলে গিয়েছিলো মানুষের নাগালের বাইরে। ধনী শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী শহরের উন্নত অংশে থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিকরা ব্রংক্সের সংকীর্ণ, অপরাধপ্রবণ এলাকায় বসবাস করতো। এই বঞ্চনার ফলে তারা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। একইসঙ্গে, পুলিশের সঙ্গে তরুণদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ছিল; তারা প্রায়ই বিনা কারণে পথেঘাটে যুবকদের থামিয়ে তল্লাশি চালাত এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করত।

এই বৈরী বাস্তবতার মধ্যেই তরুণদের একাংশ নিজেদের আবেগ প্রকাশের একটি মাধ্যম খুঁজছিল। ব্রংক্সের রাস্তায় জন্ম নেওয়া এই নতুন শিল্পধারা ছিল প্রতিবাদের ভাষা, যার শুরুটা হয়েছিল ডিজেদের পার্টি আয়োজনের মধ্য দিয়ে। ডিজে কুল হার্ক, গ্র্যান্ডমাস্টার ফ্ল্যাশের মতো শিল্পীরা যখন ব্লক পার্টি করতেন, তখন তাঁরা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তাল মিলিয়ে কথা বলা শুরু করেন, যা পরবর্তীতে 'র‍্যাপিং' নামে পরিচিত হয়; এভাবেই ব্রংক্স শহরে হয় র‍্যাপের জন্ম। প্রথম দিকের এই গানগুলো শুধু বিনোদনের জন্য ছিল না, বরং এতে ফুটে উঠত ব্রংক্সের প্রতিদিনের সংগ্রামের চিত্র। ১৯৮২ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার ফ্ল্যাশ ও দ্য ফিউরিয়াস ফাইভের 'The Message' গানটি সেই সময়ের ব্রংক্সবাসীদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরেছিল–

Broken glass everywhere
People pissing on the stairs
You know they just don’t care
I can’t take the smell, I can’t take the noise.

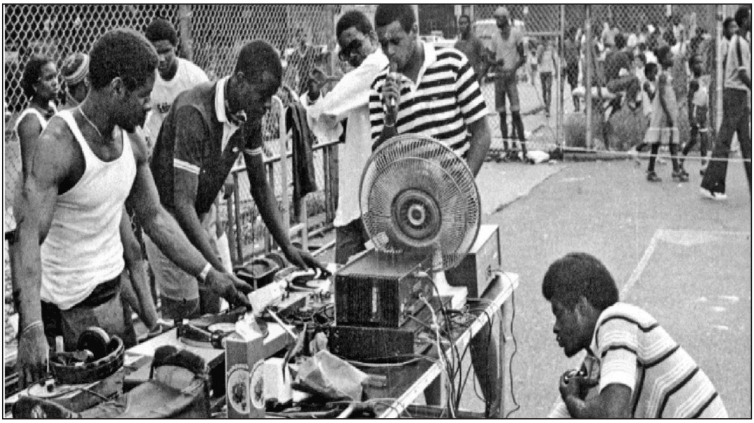

নিউইয়র্কের ব্রংক্স এর রাস্তায় ৭০’এর র‍্যাপাররা, ছবি: লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

এরপর থেকে র‍্যাপ সঙ্গীত কেবল গান বা ছন্দমাত্রা থাকল না, এটি রূপ নিল এক সামাজিক আন্দোলনে। র‍্যাপাররা তাদের গানের মাধ্যমে ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে সরব হতে থাকলেন। তৈরি হতে থাকলো Public Enemy-এর ‘Fight the Power’

ব্রংক্স এর আন্ডারগ্রাউন্ড র‍্যাপ কালচার, ছবি: লেখক কর্তৃক সংগৃহীত